ঝিনাইদহে করোনা প্রতিরোধে সেনাবাহিনীর টহল অব্যাহত

ঝিনাইদহে করোনার সংক্রমন প্রতিরোধে পথচারিসহ সকল মানুষকে মাস্ক পরা ও সরকারি বিধি মেনে চলতে সেনাবাহিনীর টহল অব্যাহত রয়েছে।

শনিবার দিনব্যাপী শহরের পায়রা চত্বর, মুজিব চত্বর, আরাপপুর, হামদহ, বাসটার্মিনাল এলাকাসহ বিভিন্ন স্থানে তারা এ কার্যক্রম পরিচালনা করে।

এসময় রিক্সা চালক, মোটর সাইকেল আরোহী, পথচারীদের মাস্ক পরা নিশ্চিত করতে অনুরোধ করেন। এর আগে সেনাদল শহরের বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন ও স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলার আহবান জানান।

অযৌক্তিক নীতিমালায় গণস্বাস্থ্যেরও অনুমোদন নাই: ডা. জাফরুল্লাহ

সরকারের যে নীতিমালা আছে, সেটা এত বেশি অযৌক্তিক যে গণস্বাস্থ্যেরও রেজিস্ট্রেশন নাই বলে মন্তব্য করেছেন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা এবং ট্রাস্টি ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী।

শনিবার দুপুরে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অনিয়ম প্রসঙ্গে নিজের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে এ মন্তব্য করেন ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী।

ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী আরও বলেন, ‘সরকারের যে নীতিমালা আছে, সেটা এত বেশি অযৌক্তিক যে গণস্বাস্থ্যেরও রেজিস্ট্রেশন নেই। গণস্বাস্থ্যেরও মতো একটা হাসপাতালের যদি রেজিস্ট্রেশন না থাকে, তাহলে বোঝা উচিত কোথাও একটা গণ্ডগোল রয়েছে। হয় গণস্বাস্থ্যেরও

দোষ আছে, না হয় সরকারের আইন কানুনে ত্রুটি আছে। ’

হাসপাতালের রেজিস্ট্রেশনের নীতিমালার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘সরকারের পক্ষ থেকে হাসপাতালের রেজিস্ট্রেশনের বিষয়ে সরকারের যে নীতিমালা আছে, সেটা নিয়ম পালন করতে গেলে শতকরা ৮০ ভাগ হাসপাতাল রেজিস্ট্রেশন পাবে না। সরকারের এ নিয়মে যদি রেজিস্ট্রেশন করতে হয়, তাহলে ঢাকার বাইরের অনেক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল রেজিস্ট্রেশন পাবে না। ’

তিনি বলেন, ‘হাসপাতালের রেজিস্ট্রেশন না থাকার ফলে ঘুষ দিতে হয়। আমরা ঘুষ দিতে পারি না বলে আমাদের রেজিস্ট্রেশনও হয় না। ’

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

দেশে করোনায় আরও ৩২ জনের প্রাণহানি

করোনাভাইরাসে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আরও ৩২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ৩ হাজার ৩৬৫ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

এই সময়ে ২ হাজার ৬১১ জন শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হলেন ২ লাখ ৫৫ হাজার ১১৩ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ১ হাজার ২০ জন এবং মোট সুস্থ ১ লাখ ৪৬ হাজার ৬০৪২ জন।

শনিবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানানো হয়।

ওয়ার্ল্ডোমিটারসের তথ্য অনুযায়ী, সারা বিশ্বে আজ শনিবার পর্যন্ত করোনা শনাক্ত হয়েছেন এক কোটি ৯৫ লাখ ৪১ হাজারের বেশি মানুষ। তাদের মধ্যে বর্তমানে ৬২ লাখ ৭২ হাজার ৬৮৯ জন চিকিৎসাধীন এবং ৬৫ হাজার ১৫ জন আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছেন। করোনা থেকে এক কোটি ২৫ লাখ ৪৪ হাজার ৪৮০ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

গত বছরের ডিসেম্বরে চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহরে প্রথম দেখা দেয়া প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস বাংলাদেশসহ বিশ্বের ২১৩টি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে এবং সাত লাখ ২৪ হাজার ৫০ জন রোগী মারা গেছেন।

বাংলাদেশে করোনাভাইরাসের প্রথম সংক্রমণ ধরা পড়েছিল ৮ মার্চ, তা দুই লাখ পেরিয়ে যায় ১৮ জুলাই। এর মধ্যে ২ জুলাই ৪ হাজার ১৯ জন কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হয়, যা এক দিনের সর্বোচ্চ।

আর ১৮ মার্চ বাংলাদেশে করোনাভাইরাসে প্রথম মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করে স্বাস্থ্য অধিদফতর। ১৭ জুলাই তা আড়াই হাজার ছাড়িয়ে যায়। এর মধ্যে ৩০ জুন এক দিনে রেকর্ড ৬৪ জনের মৃত্যুর খবর জানানো হয়।

গত ১১ মার্চ করোনাভাইরাস সংকটকে মহামারি ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)।

সূত্র- যুগান্তর

ভারতে মৃত্যু ছাড়াল ৪২ হাজার, আক্রান্ত ২০ লাখ

ভারতের করোনাভাইরাসে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৯৩৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর ফলে দেশটিতে মোট মৃতের সংখ্যা ৪২ হাজার ৫১৮ জন।

এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৬১ হাজার ৫৩৭ জন। এ নিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা এখন ২০ লাখ ৮৮ হাজার ৬১১ জন।

এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা থেকে সুস্থ হয়েছেন ৪৮ হাজার ৯০০ জন কোভিড রোগী। মোট সুস্থ ১৪ লাখ ২৭ হাজার ৫ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাতে শনিবার এনডিটিভি এ তথ্য জানিয়েছে।

ভারতীয় এই সংবাদমাধ্যম জানায়, সবচেয়ে বেশি কোভিড আক্রান্তের

সন্ধান মিলেছে মহারাষ্ট্র। গত ২৪ ঘণ্টায় যে পাঁচটি রাজ্যে সবচেয়ে বেশি করোনা আক্রান্তের সন্ধান পাওয়া গেছে সেগুলো হলো- মহারাষ্ট্র (১০,৪৮৩), অন্ধ্রপ্রদেশ (১০,১৭১), কর্নাটক (৬,৬৭০), তামিলনাড়ু (৫,৮৮০) এবং উত্তরপ্রদেশ (৪,৪০৪)।

এই পাঁচটি রাজ্যেই গত একদিনে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক কোভিড-১৯ এর কারণে মৃত্যু পরিসংখ্যান রেকর্ড করা হয়েছে।

গত একদিনে পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে করোনা আক্রান্ত ২৯১২ জন এবং শুক্রবার সারাদিনে মৃত্যু হয়েছে আরও ৫৬ জন করোনা রোগীর। সব মিলিয়ে এই রাজ্যে করোনাভাইরাসে মোট আক্রান্ত ৮৯ হাজার ৬৬৬ জন, তার মধ্যে বর্তমানে সক্রিয় করোনা সংক্রমণ রয়েছে ২৪ হাজার ৬৫২ জনের শরীরে।

আগের দিন শুক্রবার ভারতে ৬২ হাজার ৫৩৮ জন নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়, যা এখনও পর্যন্ত এদেশে দৈনিক সংক্রমণের এক রেকর্ড। তার আগের দিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ৫৬ হাজার ২৮২ জন করোনা রোগীর সন্ধান মেলে।

বুধবার ৫২ হাজার ৫০৯ নতুন সংক্রমণ হয় এবং মঙ্গলবার নতুন করে করোনা সংক্রমণের সংখ্যা ছিল ৫২ হাজার ৫০।

বিশ্বে করোনা সংক্রমিত দেশগুলোর তালিকায় যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রাজিলের পরেই রয়েছে ভারত। প্রতিদিনই ঝড়ের গতিতে দেশটিতে শনাক্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে।

সূত্র- যুগান্তর

আলমডাঙ্গায় করোনা উপসর্গে আরও একজনের মৃত্যু

আলমডাঙ্গায় করোনা উপসর্গ নিয়ে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার রাত সাড়ে ৮ টার দিকে তিনি চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের করোনা ইউনিটে চিকিৎধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। এ নিয়ে

আলমডাঙ্গায় করোনায় পাঁচজন মারা গেলেন।

নিহত আনজের আলী (৬৫) আলমডাঙ্গার কুমারী ইউনিয়নের দূর্গাপুর গ্রামের মৃত মোহাম্মদ আলীর ছেলে। তিনি বেশ কয়েকদিন ধরে জ্বর ও শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন। গত পরশু তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের করোনা ইউনিটে ভর্তি করে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছিল।

আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাক্তার হাদি জিয়া উদ্দিন জানান, মৃত আনজের আলী করোনা উপসর্গ নিয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। রাতে তিনি মারা যান। তার নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে।

দূর্গাপুর গ্রামে ইসলামী ফাউন্ডেশনের উদ্যেগে সরকারি নিয়ম মেনে তাকে সমাধিস্থ করা হবে বলে তিনি জানান।

মেহেরপুরে নতুন করে ১৪ জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুরে আরো ১৪ জন নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এদের মধ্যে সদর উপজেলায় ১১জন এবং মুজিবনগর উপজেলায় ৩ জন।

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা। নাসির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, নতুন প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা ৩২টি। এর মধ্যে ১৪ টি পজিটিভ (সদর-১১, মুজিবনগর -৩), বাকিগুলো নেগেটিভ। এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা ২৬১০টি।

বিভিন্ন ভাবে পাওয়া আক্রান্তদের পরিচয়- মেহেরপুর শহরের তাঁতীপাড়ার শারমিন, ফারহানা, হাসিবুল,ফাতেমা, আহসান, গড়পাড়ার রিমা, ঘোষপাড়ার নজরুল, পৌর ঈদগাহ পাড়ার কলিমউদ্দিন, আবদুল্লাহ। মুজিবনগর হাসপাতালের প্রধান সহকারি হাসান আহমেদ, সহকারি কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার সাইফুল ইসলাম, মোনাখালী গ্রামের খাদিজা খাতুন।

মেহেরপুর জেলায় পজিটিভ কেইস এর সংখ্যা বর্তমানে ৮৭ (সদর-৪৪, গাংনী- ২৯, মুজিবনগর -১৪) জন। মৃত্যু – ৭ জন (সদর-৩, গাংনী- ৩,

মুজিবনগর -১), সুস্থ্য= ১৩০ জন(সদর-৬৯, গাংনী -৫০, মুজিবনগর-১১), ট্রান্সফার্ড- ২০জন (সদর-১৩, গাংনী-৭)। আক্রান্তদের পরিচয় জানা মাত্রই আপডেট করা হবে।

এখন ছোট চোরকে ধরতে বড় চোরের সম্মতি নিতে হবে: হাবিব উন নবী সোহেল

সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে অভিযানের আগে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতির বিষয়টিকে ‘ছোট চোর ধরতে বড় চোরের সম্মতি’র সঙ্গে তুলনা করেছেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব হাবিব উন নবী খান সোহেল।

শুক্রবার দুপুরে এক স্মরণ সভায় ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির এই সভাপতি বলেন, ‌‌রাতের অন্ধকারে জনগণের ভৌতিক ভোটের বাক্স চুরি করে যারা ক্ষমতায় বসেছেন কত নির্লজ্জ তারা দেখেন, এই করোনার মহামারির সময়েও তারা আইন করেছেন যে, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন জেলায় যেসব হাসপাতাল আছে, সেখানের চোরগুলোকে ধরতে হলে সেই স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নিতে হবে। অর্থাৎ ছোট চোরকে ধরতে হলে বড় চোরের অনুমতি নিতে হবে।

নয়া পল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের নিচতলায় ‘গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলন’ নামক সংগঠনের উদ্যোগে সদ্য প্রয়াত জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি শফিউল বারী বাবু ও বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুল আউয়াল খানের স্মরণে এই দোয়া ও আলোচনা সভা হয়।

আলোচনা সভার পর বিশেষ মোনাজাত করেন উলামা দলের সদস্য সচিব অধ্যক্ষ মাওলানা নজরুল ইসলাম তালুকদার।

শফিউল বারী বাবুকে স্মরণ করে বিএনপি যুগ্ম মহাসচিব আরও বলেন, এমনি একটি লুটেরা সরকারের বিরুদ্ধে যে লড়াই অসমাপ্ত রেখে গেছেন শফিউল বারী বাবু, সেই লড়াইকে আমরা যারা তার সহযোদ্ধারা আছি-এক

এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলা করে এই সরকারের পতন ঘটাবো এবং শফিউল বারী বাবু ও আবদুল আউয়াল খানের অসমাপ্ত লড়াইকে সমাপ্ত করেই আমরা তাদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাবো।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

দামুড়হুদার বিষ্ণপুর বাজারে ৯জন কে জরিমানা

দামুড়হুদার বিষ্ণপুর বাজারে ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালিয়ে ৯জন কে জরিমানা করেছে।

গতকাল বেলা ১১টার সময় দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দিলারা রহমান এ আদালত পরিচালনা করেন।

আদালত সূত্রে জানা যায়, করোনা দুর্যোগ মোকাবেলায় সরকারি নির্দেশনা অমান্য করার অপরাধে দণ্ডবিধি ১৮৬০সালের ১৮৮ধারায় বিষ্ণপুর গ্রামের মাসদু রানা কে ১হাজার টাকা, আলামিন কে ৫শ টাকা, হাবিবুর, জিনারুল, হান্নান, আলম মোল্লা, আমিনুল, শহর আলি ও ইকরামুল কে ৫০টাকা করে জরিমানা করেছে আদালতের বিচারক দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দিলারা রহমান।

আদালতে দণ্ডপ্রাপ্তরা তাদের উপর ধার্যকৃত জরিমানার অর্থ নগদে পরিষোধ করে। এ সময় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাস্ক বিতরণ করেন।

আদালত পরিচালনা কাজে সহযোগিতা করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসের সার্টিফিকেট সহকারী জিহন আলি,অফিস সহকারী রফিকুল ইসলাম প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গায় সর্বোচ্চ ১০১ জনের করোনা শনাক্ত

চুয়াডাঙ্গায় একদিনে সর্বোচ্চ ১০১ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা হলো ৭৮৯ জন। বৃহস্পতিবার সকালে প্রথম দফায় ৭১ টি এবং রাতে আরো ৩০টি পজিটিভ রিপোর্ট এসেছে বলে জানান চুয়াডাঙ্গার সিভিল সার্জন ডা. এএসএম মারুফ হাসান বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

সিভিল সার্জন জানান, গত ২৪ ঘন্টায় কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পিসিআর ল্যাব থেকে ১৫৬ জনের নমুনা প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ৭১ জনের করোনা পজেটিভ। তিনি জানান, গত এক মাসে জেলায় আশঙ্কাজনক হারে করোনা আক্রান্তদের সংখ্যা বাড়ছে। ইতোমধ্যেই আক্রান্ত হয়েছে ৭৫৯ জন। এর মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ৩৭৩ জন ও মারা গেছেন ১৩ জন।

তিনি আরও জানান, নতুন আক্রান্তদের মধ্যে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ৩৭ জন, জীবননগর উপজেলার ১৩ জন, আলমডাঙ্গা উপজেলার ১৯ জন ও দামুড়হুদা উপজেলার ২ জন রয়েছেন। বর্তমানে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে ৩৮ জন ও হোম আইসোলেশনে ৩৩৩ জন চিকিৎসা নিচ্ছেন।

এদিকে রাতে নতুন করে আরও ৩০ জনের করোনা পজিটিভ রিপোর্ট এসেছে। এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা হলো ৭৮৯। আক্রান্তদের মধ্যে সদর উপজেলার কুতুবপুর গ্রামে একজন, সাদেকআলী মল্লিকপাড়ায় একজন, শান্তিপাড়ায় দুইজন, শংকরচন্দ্র গ্রামে একজন, ঝিনাইদহ বাসস্ট্যান্ড পাড়ায় একজন, দৌলতদিয়া গ্রামে দুইজন, ফার্মপাড়ায় একজন, বড়বাজার পাড়ায় একজন, আরামপাড়ায় দুইজন, সাতগাড়ির তিনজন, গাইদঘাট গ্রামের তিনজন, মহিলাকলেজ পাড়ায় একজন ও রাজাপুর গ্রামে একজন।

এছাড়া আলমডাঙ্গা উপজেলায় পুরাতন পাচলিয়া গ্রামের একজন, হাটবোয়ালিয়া গ্রামের একজন, কোর্টপাড়ায় একজন ও আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে একজন, জীবননগর উপজেলায় আশতলাপাড়ায় একজন, জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে একজন ও গকুলনগরে একজন এবং দামুড়হুদা উপজেলায় কানাইডাঙ্গা গ্রামে দুইজন, ও দামুড়হুদা

চুয়াডাঙ্গায় একদিনে সর্বোচ্চ ৭১ জনের করোনা শনাক্ত

চুয়াডাঙ্গায় একদিনে সর্বোচ্চ ৭১ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা হলো ৭৫৯ জন। বৃহস্পতিবার সকালে চুয়াডাঙ্গার সিভিল সার্জন ডা. এএসএম মারুফ হাসান বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

সিভিল সার্জন জানান, গত ২৪ ঘন্টায় কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পিসিআর ল্যাব থেকে ১৫৬ জনের নমুনা প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ৭১ জনের করোনা পজেটিভ। তিনি জানান, গত এক মাসে জেলায় আশঙ্কাজনক হারে করোনা আক্রান্তদের সংখ্যা বাড়ছে। ইতিমধ্যেই আক্রান্ত হয়েছে ৭৫৯ জন। এর মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ৩৭৩ জন ও মারা গেছেন ১৩ জন।

তিনি আরো জানান, নতুন আক্রান্তদের মধ্যে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ৩৭ জন, জীবননগর উপজেলার ১৩ জন, আলমডাঙ্গা উপজেলার ১৯ জন ও দামুড়হুদা উপজেলার ২ জন রয়েছেন। বর্তমানে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে ৩৮ জন ও হোম আইসোলেশনে ৩৩৩ জন চিকিৎসা নিচ্ছেন।